তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪২

**‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালার সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী এবং বাস্তবায়ন**

**সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দশ দিনব্যাপী ‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালা সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। আজ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত কমিটির ১০ম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

 সভার শুরুতে সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় কমিটির সদস্য ও বাংলা একাডেমির সভাপতি বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য, চলচ্চিত্র শিল্পী ও সাবেক সংসদ সদস্য সারাহ বেগম কবরী, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং ইতোপূর্বে জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির যে সকল সদস্য প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

 জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কমিটির পক্ষ হতে অনুষ্ঠানমালার সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার সার্বিক দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালা আন্তর্জাতিক মাত্রায় উন্নীত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তিনি ‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের ব্যয় বিবরণী উপস্থাপনসহ ব্যয় নির্বাহের বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, সফল ও আন্তর্জাাতিক মাত্রায় উন্নীত এই আয়োজন সম্পন্ন করা এবং স্বচ্ছ্বতার সাথে ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে উপস্থাপিত ব্যয় বিবরণীর অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সম্প্রতি বাংলা একাডেমির সভাপতি পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

 কমিটির প্রধান সমন্বয়ক জানান, আগামী ৭ই জুন ঐতিহাসিক ৬-দফা দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানটি সকল টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হবে। এছাড়া উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে ই-পোস্টার প্রকাশ করা হবে।

 সভায় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, , পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো: জাহিদ আহসান রাসেল, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, সংসদ সদস্য আরমা দত্ত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য সচিব শেখ হাফিজুর রহমান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসজিপি, পিএসসি, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নুরুল ইসলাম, গণপূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামীম আখতার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শেখ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, নাট্যজন সৈয়দ হাসান ইমাম, লে. কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক, বাংলাদেশ পুলিশের এ আই জি (অপারেশন্স) মোহাম্মদ আইয়ুব, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, এ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (এ্যাটকো) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক বাবু, কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা, নাট্য ব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান, সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায়, কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক, কবি তারিক সুজাত এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

মোহসিন/সাহেলা/জয়নুল/২০২১/২২৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪১

 **ঢাকা বিভাগের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম এর প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

 গতকাল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

 মাদারীপুর   জেলায়  ১৮ লাখ  ৭০ হাজার টাকা  নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৩ কোটি ৪২ লাখ ১২ হাজার ৬০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 রাজবাড়ী জেলায়  ১ কোটি ২৪ লাখ ২৯ হাজার ৭ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা এবং শিশু খাদ্য ১ লাখ টাকা, গো খাদ্য ১ লাখ টাকা,  ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ২৭৯ টি পরিবার ও ১ হাজার ১১৬ জন লোককে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 নরসিংদী  জেলায় ১ কোটি ৮৮ লাখ ৪৫ হাজার ৫৫০ টাকা নগদ, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬১ লাখ ৯৯ হাজার ৫৫০ টাকা, ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৩০০ টাকা শিশু খাদ্য, ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪১৭ টাকা গোখাদ্য  হিসেবে, গোপালগঞ্জ জেলায় ২ কোটি ৯২ লাখ ৫ হাজার ৭ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ২১ লাখ ৩ হাজার ৩৫০ টাকা,  শিশু  খাদ্য হিসেবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, ১ লাখ ২০ হাজার টাকা গোখাদ্য,  ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ১ হাজার ১৩০ টি পরিবার ও ৪ হাজার ৫২০ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 টাংগাইল জেলায় ৩ কোটি ৬২ লাখ ৮ হাজার  টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১ কোটি ২০ লাখ ২২৫ টাকা, ৫ লাখ  টাকার  শিশু খাদ্য, ৩০ হাজার  টাকার গোখাদ্য, ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৪৭৫ টি পরিবার ও ২ হাজার ১৩৮ জনকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

 মুন্সিগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা নগদ,  ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২৮ লাখ ৪ হাজার ৭৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 ফরিদপুর জেলায় ১ কোটি ৯২ লাখ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৫ কোটি ৫৫ লাখ ৬৬ হাজার ৯ শত ৪০ টাকা গোখাদ্য এবং ৪ লাখ টাকা  শিশু খাদ্য হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ২৪৪ টি পরিবার ও ১ হাজার ২২০ জন লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৯৮ লাখ ৮৯ হাজার ৫৫০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৩ কোটি  ১৯ লাখ ৪৬ হাজার ৫৫০ টাকা, শিশু খাদ্য ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৩০০ টাকা, গোখাদ্য ৫ লাখ ৯৩ হাজার ৪১৭ টাকা, ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৭৩২ টি পরিবার ও ৩০০ জনকে  আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 মানিকগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৭১ লাখ ৫০ হাজার টাকা নগদ, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ৮৫ লাখ ৩৩ হাজার ৮৫০ টাকা,  শিশু খাদ্য ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৩৬০ টি পরিবার ও ১ হাজার ৮০০ জন লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 সংশ্লিষ্ট  জেলার জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয় তথ্য অফিসের মাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪০

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ, দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

 চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৪৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৩ হাজার ৮৭৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ২৪ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫ লাখ ১৯ হাজার ৩৭৫ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার পুরোটাই এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩১টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭ হাজার ৬২৫টি প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৬১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় বরাদ্দকৃত ১৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২৩৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৬০৫টি পরিবার।

 কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২ কোটি ১৪ লাখ ৫৮ হাজার টাকা ৪৪ হাজার ১৫২ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭২৭ টি প্রান্তিক পরিবার ও ৮ লাখ ৬ হাজার ৫৭৪ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১ হাজার ৩৬৮টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ হাজার ৫২২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩১৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩১ হাজার ৬০০ পরিবার ও ১ লাখ ২৩ হাজার ২৪০জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৩১ হাজার ৫০২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে ৪ লাখ টাকা ৮০০ টি প্রান্তিক পরিবার ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে ৪ লাখ টাকা ৮০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

 খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২২ হাজার ৯০০টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৫ লাখ ১১ হাজার ৩৮০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই ৩৩ হাজার ২৬৭ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০৬টি পরিবার।

 বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১৭ হাজার ৪১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার পুরোটাই এ যাবৎ ৫৯ হাজার ৮২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১ হাজার ৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ হাজার ৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

 চলমান পাতা-২

পাতা-২

 লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার গৃহীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৯১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩৪ হাজার ৪৯৭টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৭৫ হাজার ৫৯ টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ২৯৫ জন প্রান্তিক মানুষ। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ লাখ টাকা ৪০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ লক্ষ্মীপুর জেলায় ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে। লক্ষ্মীপুর জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১ হাজার ২০০ প্যাকেট ১ হাজার ২০০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

 নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৬ হাজার ২০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৮১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার পুরোটাই অদ্যাবধি ১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬৫৩টি পরিবার। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১৮০০ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ১ হাজার ৮০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

 ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৬৪ লাখ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ২৩ হাজার ৮০১ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার পুরোটাই ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০০টি পরিবার।

 কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৩০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ কোটি ৫৫ লাখ ৩২ হাজার ৫০০ টাকা ১ লাখ ৮ হাজার ৮১২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার পুরোটাই ১ লাখ ৯১ হাজার ১৪০টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লাখ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা ৬ হাজার ৭১৮টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫০৮ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৬ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১ হাজার প্যাকেটের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৪ প্যাকেট ১৫৪ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৯৫৮টি পরিবার।

 চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ৫ কোটি ১৮ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা ১ লাখ ২০৯টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৫টি পরিবার।

 ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৮৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ৫৮ হাজার ৭৪৬টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৮২২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৩৫টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ হাজার ১৯৪টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৩১১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩৯

**নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করতে হবে**

 **-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, খেলাধুলার চর্চা বাড়ালে নতুন প্রজন্ম আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার আর এম এম পি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০২১ এর চূড়ান্ত খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন।

 কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংস্থার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, খেলাধুলাকে জীবন থেকে আলাদা করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী প্রজন্মের জন্য খেলাধুলা চর্চার সুযোগ করে দিয়েছেন।

 মন্ত্রী অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সন্তানদেরকে মাদক, নেশা ও অপসংস্কৃতি থেকে দূরে রাখবেন। স্বাধীনতাবিরোধীরা প্রজন্মকে বিপথগামী করার চেষ্টায় সর্বদা রত আছে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

 পরে মন্ত্রীর পক্ষে বিজয়ী ও বিজিত দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

#

জাকির/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩৮

**খুলনা বিভাগে অসহায় মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে চলমান বিধিনিষেধের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকার। তারই অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশুখাদ্য ও গোখাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে সরকারি ত্রাণ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, কর্মহীন এবং দুস্থ মানুষের মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে ।

 সাতক্ষীরা জেলায় এ পর্যন্ত করোনাকালীন অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ৭৩ হাজার ১শত ৪৪টি পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৬৫ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৩ শত ৪০টি পরিবারের মাঝে ১২ কোটি ৯৩ লাখ ৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৭ শত ৩৮টি পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৩ লাখ টাকা এবং ১ শত ৯টি পরিবারের মাঝে গোখাদ্য হিসেবে ৪ শত ৭৯টি পরিবারের মাঝে নগদ ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১ হাজার ৯ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার ও ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ১ শত ১১ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 যশোর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৬২ হাজার ৯শত ৯০ পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩ লাখ ১০ হাজার ৭ শত ৯৮টি পরিবারের মাঝে ১৩ কোটি ৯৮ লাখ ৫৯ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার ৬ শত পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৮ লাখ টাকা এবং ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৩ হাজার ৫ শত টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 বাগেরহাট জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৪০ হাজার ৬ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৮ শত ৯৯টি পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৪ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ২ শত ৩৯ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ২৩ হাজার ৬ শত ৬৮ টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৫৩ হাজার ৮ শত ২৫টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৪২ লাখ ২১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৫ শত ২০টি পরিবারের ২ হাজার ৬ শত জন এবং ভাসমান ১ হাজার ৮৪ জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ২৪ হাজার ৯ শত ৫৪ টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ২০ লাখ ৯৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৭৬ হাজার ৭৮টি পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৪২ লাখ ৩৫ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২ হাজার ৭৭টি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার, ২ শত পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ১ লাখ টাকা এবং ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৩০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 মেহেরপুর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ১৩ হাজার ২ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৬২ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার ২ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৬৮ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ১৫টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ৩ শত ২০টি পরিবারের মাঝে ৫ শত টাকার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

দীপংকর/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩৭

**বাংলাদেশ আজ দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদেশকে আরো সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে জনপ্রশাসনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

 আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। দেশ আজ বিশ্বের বুকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অর্জন ধরে রেখে দেশকে আরো সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে হলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন, দেশ ও জনগণকে যথাযথ সেবা প্রদান করতে হলে সততার সাথে কাজ করতে হবে। জনগণকে দক্ষতার সাথে সঠিক সময়ে সেবা প্রদানের জন্য নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তর প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

 দপ্তর ও সংস্থা প্রধানদের মধ্য থেকে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ মোঃ আফজাল হোসেন, গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-১০ ভুক্ত ক্যাটেগরিতে প্রশাসন অনুবিভাগের উপসচিব আবু কায়সার খান এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ক্যাটাগরিতে সিনিয়র সচিবের দপ্তরের অফিস সহায়ক সমীর কুমার দাস এবছর শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও সনদ তুলে দেন।

#

শিবলী/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩৬

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ২৭৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৪৪৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯৮ হাজার ৮৩০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৫৮৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৮০৫ জন।

#

দলিল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩৫

**দুর্যোগ মোকাবিলা করে প্রধানমন্ত্রী সফলভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 মহামারি করোনা ও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সফলভাবে দেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের জীবনের সুরক্ষায় ও জীবিকা নিশ্চিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশ এখনও করোনার ভ্যাকসিন যোগাড় করতে পারেনি; সেখানে প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই দেশের মানুষের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছেন।

 মন্ত্রী আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 প্রধানমন্ত্রী একই সাথে মানুষের জীবিকা নিশ্চিতে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকার করোনা মহামারি মোকাবিলা করছে। করোনার শুরুতে সবাই ধারণা করেছিল, মহামারির প্রভাবে বাংলাদেশে চরম খাদ্যসংকট দেখা দেবে; হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এ সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী করোনার শুরু থেকেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বার বার নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ফলেই বাংলাদেশে খাদ্য নিয়ে কোন সংকট হয় নাই।

 এসময় উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 সভায় মধুপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ছরোয়ার আলম খান আবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীমা ইয়াসমিন, পৌর মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান, উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩৪

**ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াসে’ সাতক্ষীরার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা**

**পরিদর্শন করলেন সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার**

সাতক্ষীরা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াসে’ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর এবং আশাশুনি উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী, পদ্মপুকুর এবং প্রতাপনগর ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা আজ পরিদর্শন করেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

 প্রসঙ্গত, পূর্ণিমার কারণে সৃষ্ট জোয়ার এবং ঝড়ের কারণে এখানে প্রায় অর্ধেক স্থানে বাঁধ উপচে পানি প্রবেশ করে। বিদ্যমান বাঁধের মোট ২২টি স্থানে ফাটল রয়েছে যার মধ্যে ১৭টি ইতোমধ্যে মেরামত করা হয়েছে। বাকীগুলো মেরামতের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

 পরিদর্শনশেষে সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার জানান, গত ৭২ ঘণ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত কাজ সন্তোষজনক। তবে আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত মেরামতকৃত বাঁধের যেখানে ম্যানগ্রোভ রয়েছে সেখানে কোন ক্ষতি হয়নি। তাই বাঁধে Nature Based solution কে ভবিষ্যতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

 উল্লেখ্য, এসময় ত্রাণ পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার। পরিদর্শনকালে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক এস এম মোস্তফা কামাল, উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউল হক দোলন, প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবুজর গিফারী, নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল খায়ের, নির্বাহী প্রকৌশলী রাশেদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩৩

**রোগীদের সেবা নিশ্চিতে জেলা সদর হাসপাতালকে দালালমুক্ত রাখুন**

 **---পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

হবিগঞ্জ, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 সাধারণ রোগীদের মানসম্মত সেবা নিশ্চিতে জেলার সদর হাসপাতালকে দালালমুক্ত রাখতে জেলার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী।

 আজ হবিগঞ্জে ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল আয়োজিত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সবাই যাতে টিকা পান সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সবাইকে অধিকতর সচেতন হতে হবে, মাস্ক পরা সহ সকল স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে।

 সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডা. মুশফিক হোসেন চৌধুরী, জেলা প্রশাসক ইশরাত জাহান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ উল্লা, সিভিল সার্জন এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

#

তানভীর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩২

**ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে খুনতন্ত্র কায়েম করেছিলেন জিয়াউর রহমান**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 ‘জিয়াউর রহমানের হত্যার রাজনীতি দেশের ইতিহাসে এটি কালো অধ্যায়’ উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করতে সশস্ত্রবাহিনীর হাজার হাজার জওয়ান এবং অফিসারকে হত্যা করে খুনতন্ত্র কায়েম করেছিলেন, দিনের পর দিন কারফিউ দিয়ে দেশে কারফিউতন্ত্র কায়েম করেছিলেন তবুও নিজে রক্ষা পাননি।’

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ সকল কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘সকালে জিয়াউর রহমানের চল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার কবরে ফুল দিতে গিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যে ভাষায় বিষোদগার করেছেন সেজন্য আমাকে বলতে হচ্ছে, জিয়াউর রহমান শুধু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন তা নয়, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের তিনি দেশে-বিদেশে পুনর্বাসিত করেছিলেন, দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুহত্যার বিচার না হওয়ার জন্য ইনডেমনিটি বিল সংসদে পাস করেছিলেন। অর্থাৎ স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শুধু হত্যা করা নয়, সে হত্যাকাণ্ডের খুনিদের পুনর্বাসিত করা এবং হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার জন্য সবকিছুই করেছিলেন জিয়াউর রহমান।’

 ‘জিয়াউর রহমান এবং তার পরিবার বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী’ বর্ণনা করে ড. হাছান বলেন, ‘যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাদের হাতেই জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। আমরা কোনো হত্যাকাণ্ডেই সমর্থন করি না এবং এভাবে যিনি মানুষ হত্যা করেন তিনি যে রক্ষা পান না, সেটির প্রমাণ হচ্ছে জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, তিনি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন, ২১ আগস্টে গ্রেনেড হামলা হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেগম খালেদা জিয়ার জ্ঞাতসারে এবং তার পুত্র তারেক রহমানের পরিচালনায় যেভাবে ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এ ধরনের হামলা খুবই বিরল।’

 ‘এছাড়া বেগম জিয়ার আমলে আহসানউল্লাহ মাস্টার, শাহ এএমএস কিবরিয়া, খুলনার মঞ্জুরুল, হুমায়ুন কবীর বালি, গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, নামাজরত মসজিদের ইমাম, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বহু সাংবাদিকসহ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে’, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

 বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মন্তব্য ‘আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসনের চেষ্টা করছে’ এর জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে নিবন্ধিত দল এবং গত নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায় দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র বিরাজমান। মির্জা ফখরুল সাহেবরা এসমস্ত কথা বলে আসলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেন। আর তারা মাঝেমধ্যে নির্বাচন-উপনির্বাচন বর্জন করেন, করবেন বলে ঘোষণা দেন। এটির কারণ, নির্বাচনে তারা ক্রমাগতভাবে হেরে যাচ্ছে। যারা নির্বাচনে যেতে ভয় পায়, তারা এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে আত্মতুষ্টি পাওয়ার চেষ্টা করেন। মির্জা ফখরুল সাহেবের বক্তব্যটাও ঠিক সেরকম।’

 বিএনপি মহাসচিবের অপর এক মন্তব্যের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে দেশের সমস্ত শুভ কাজের সাথে আওয়ামী লীগ যুক্ত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬শত ডলার থেকে ২২ শ’ ২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সমস্ত সূচকে পাকিস্তানকে বহু আগে পেছনে ফেলেছি। সামাজিক ও মানবিক সূচকে আমরা ভারতকেও পেছনে ফেলেছি। অতি সম্প্রতি মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রেও আমরা ভারতকে ছাড়িয়ে গেছি। দেশ গত বারো বছরে বদলে গেছে। মির্জা ফখরুল সাহেব যদি এগুলো দেখতে না পান, তাহলে তিনি চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধিরের মতো আচরণ করছেন।’

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩১

**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব মোঃ মকবুল হোসেন**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 সরকারের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মকবুল হোসেন-কে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর আগে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এর নিবন্ধক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া-কে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ-কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ এ সংক্রান্ত দু’টি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারী করেছে।

#

লতিফ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/আসমা/২০২১/১৭০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩০

**প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্লকচেইন সবচেয়ে কার্যকর প্রযুক্তি**

 **- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন আর্থিক ও প্রশাসনিক কাযর্ক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি ‘ব্লকচেইন’। এ প্রযুক্তি গ্রহণ না করলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা পিছিয়ে থাকতে চাই না। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটরিয়ামে আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডের উদ্যোগে ‘ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১’ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন আইটি বা আইটিএস খাতে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে রপ্তানী আয় ৫ বিলিয়ন ডলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা কাজ করছি। দেশে বর্তমানে সাড়ে ছয় লক্ষ আইটি ফ্রিল্যান্সার রয়েছে। তারা প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশী আয় করছে। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সবমিলিয়ে দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে ১ বিলিয়ন ডলার আয় হচ্ছে।

 দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে শিক্ষার কোন শেষ নেই উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় ডিজরাপটিভ টেকনোলজি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে দেশে ৩০০টি স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশে সেরা প্রযুক্তিবিদ তৈরি করতে শেখ হাসিনা ইন্সটিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, বিগডাটা, রোবটিকস্‌, ব্লকচেইন, অগমেন্টেড রিয়েলিটি ও মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সারাদেশে ৮ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

 তিনি বলেন, বিভিন্ন অফিস পেপারলেস হয়েছে। গত ৬ বছরে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ফাইল অনলাইনে নিষ্পন্ন হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ লালফিতার দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ই-ফাইলকে ডিজিটাল ফাইলে এবং ই-নথিকে ডিজিটাল নথিতে রূপান্তরের কাজ চলছে। গুরুত্বপূর্ণ নথিতে ব্লকচেইন ব্যবহার করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

 তিনি বলেন, চলতি বছরেই আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১ বাংলাদেশেই অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য তারিখ ৮-১০ অক্টোবর নির্ধারিত করা হয়েছে। তিনি এ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা প্রতিষ্ঠত করতে তরুণদের প্রতি আহবান জানান।

 বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বিসিওএলবিডি এর সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ এন করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী ‘ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১’ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কারের অর্থ প্রদান করেন।

 উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় ৫০ টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৫৬ টি দল রেজিস্ট্রেশন করে। হোয়াইট পেপার মূল্যায়নের মাধ্যমে  ৪০ টি দলকে প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্যায়ে মনোনীত করা হয়। এই ৪০ টি দল থেকে সেরা ১০ টি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এক লক্ষ টাকার প্রথম পুরস্কার, “প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী” চ্যাম্পিয়শীপ পুরস্কার অর্জন করে বুয়েটের  “কাগজের নৌকা” দলটি। ষাট হাজার টাকার দ্বিতীয় পুরষ্কার লাভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আইবিএ এর “মাসালা ডোসা”। চল্লিশ হাজার টাকার তৃতীয় পুরষ্কার লাভ করে চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের “ট্রায়োচেইন”। প্রোটোটাইপ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর “প্রবাহ”।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/আসমা/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২৯

**কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে বিধিনিষেধ আরোপের সময়সীমা বর্ধিত**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের
১২, ১৩, ২০, ২৮ এপ্রিল, ৫ মে, ১৬ মে এবং ২৩ মে ২০২১ এর নির্দেশনাসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে পূর্বের সকল বিধি-নিষেধ আরোপের সময়সীমা আগামী ৩০ মে ২০২১ মধ্যরাত হতে ৬ জুন ২০২১ মধ্যরাত পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

 আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করেছে।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/আসমা/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২৮

**সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জমি বুঝে পেল শাহ আবদুল করিমের পরিবার**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এর হস্তক্ষেপে অবশেষে জমির দখল বুঝে পেল সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের পরিবার।

 জমি বেদখলের বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রতিমন্ত্রীর নজরে এলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক তাঁরা সিলেট বিভাগীয় কমিশনার, সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক এবং দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে শাহ আবদুল করিমের পরিবারকে জমির দখল বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন।

 এর প্রেক্ষিতে দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান মামুন গত ২৫ মে উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে উজানধল গ্রামে জমি পরিদর্শন করে বাউলসম্রাটের একমাত্র ছেলে শাহ নূর জালালের কাছে জমি বুঝিয়ে দেন।

 উল্লেখ্য, একুশে পদকপ্রাপ্ত বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার তাড়ল ইউনিয়নের উজানধল গ্রামে। অসংখ্য জনপ্রিয় গানের রচয়িতা শাহ আবদুল করিম ভূমিহীন ছিলেন। ১৯৬৪ সালে স্থানীয় প্রশাসন জালালপুর গ্রামের পাশে তাঁকে ২ একর ১১ শতক জমি স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেয়। এই জমি তাঁর নামে রেকর্ড হয়েছে। শুরু থেকেই জমির খাজনাও পরিশোধ করেছেন। কিন্তু স্থানীয় একটি পক্ষের বাধার কারণে জীবিত অবস্থায় জমির দখলে যেতে পারেননি। ২০০৯ সালে মারা যান শাহ আবদুল করিম। এরপর নানাভাবে জমির দখল পাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁর ছেলে বাউল শাহ নূর জালাল। অবশেষে সেই জমির দখল বুঝে পেলেন তিনি।

#

ফয়সল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/আসমা/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 2527

**Bangladesh Embassy in Bangkok facilitates special repatriation flight yesterday**

Bangkok, 30 May :

        Bangladesh Embassy in Bangkok has facilitated repatriation of a group of 61 Bangladeshi, Thai and other foreign nationals from Thailand to Bangladesh by a special Biman Bangladesh Airlines flight (BG 4089) in the early morning yesterday. The flight was arranged on self-payment basis in line with the Bangladesh Government’s commitment to extend all possible assistance and support for repatriation of stranded Bangladeshis abroad. The Biman Bangladesh flight arrived at Hazrat Shahjalal International Airport yesterday. Ambassador of Bangladesh to Thailand Mohammed Abdul Hye has thanked the Thai Government for extending their cooperation in repatriation of the stranded Bangladeshi nationals.

          Since outbreak of the Covid-19 pandemic last year, the Embassy of Bangladesh, Bangkok has so far facilitated 14 special flights from Bangkok to Dhaka in coordination with the authorities concerned in Bangladesh and Thailand. Officers of the Embassy saw the passengers off at the Suvarnabhumi International Airport and extended necessary consularand other assistance for their departure formalities.

#

Tahmina/Parikshit/Mehedi/Asma/2021/1300 hours